ড. জিয়াউর রাহমান আজমি

হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ

ধর্মের ইতিহাস

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের ইতিহাস

ড. জিয়াউর রাহমান আজমি

অনুবাদক : মহিউদ্দিন কাসেমী

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : ৫ জুন ২০২১

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২৮০, US $ 10, UK £ 7

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-95932-8-7

Hindu, Bouddah, Jain o
Shik Dharmer Etihas
by **Dr. Jiaur Rahman Ajomi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখধর্মের গোড়ার কথা নিয়ে বাংলা ভাষায় তেমন কোনো গ্রন্থ চোখে পড়ে না। সেই শূন্যতা পূরণে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। গ্রন্থটি আরবি ভাষায় রচনা করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আলিম ও গবেষক ড. জিয়াউর রাহমান আজমি রাহ.। লেখক কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা বাহুল্য ছাড়াই এত চমৎকার একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পাঠ করলে আপনি অবাক হবেন নিশ্চয়।

মূল গ্রন্থের নাম *ফুসুলুন ফি আদইয়ানিল হিন্দি, আল-হিনদুসিয়াতু, ওয়াল বুজিয়াতু, ওয়াল জাইনিয়াতু, ওয়াস সিখিয়াতু ও আলাকাতুত তাসাওউফি বিহা*। বাংলায় যার অনুবাদ দাঁড়ায় 'হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম তথা ভারতীয় ধর্মসমূহের সমীক্ষা ও সুফিবাদের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক'। কিন্তু অনুবাদগ্রন্থটির নাম আমরা সংক্ষেপে রেখেছি *হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের ইতিহাস*। যেহেতু ভারতবর্ষের এসব ধর্মের গোড়ার ইতিহাসই এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তাই নামটি আমাদের কাছে যথার্থ মনে হয়েছে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জটিল এই গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন মহিউদ্দীন কাসেমী। তাঁর অনুবাদ পড়ে আমার কাছে মনে হয়নি যে, কোনো অনুবাদগ্রন্থ পড়ছি। এত কঠিন আর জটিল বিষয়গুলো তিনি তাঁর শব্দের জাদু প্রয়োগ করে অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ তাঁর সবকিছুতে বরকত দিন।

গ্রন্থটি পড়লে পাঠক আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো এতেও চমৎকার বিন্যাস দেখতে পাবেন। যদিও মূল গ্রন্থ এভাবে বিন্যাস করা ছিল না। পাঠকের সহজবোধ্যতার জন্য, প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমরা আমাদের মতো করে গ্রন্থটি সাজিয়েছি। অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম-উপশিরোনাম ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। শিরোনাম-উপশিরোনামগুলো ক্রমিক নম্বর দিয়ে সাজানো হয়েছে। কিছু শিরোনাম-উপশিরোনামও আমাদের থেকে বাড়িয়েছি। অনুবাদক বা সম্পাদকের পক্ষ থেকে

দুর্বোধ্য জায়গাগুলোতে টীকা সংযোজন করা হয়েছে। এতে পাঠকের কাছে কোনো বিষয় আর দুর্বোধ্য থাকবে না আশা করি। আয়াত এবং হাদিসের আরবি ইবারত দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটি অনেক আগে প্রকাশের ইচ্ছা থাকলেও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে সম্ভব হয়নি। আর গ্রন্থটিও সার্বিকভাবে এত জটিল যে, একেকটা নামের সঠিক উচ্চারণ বের করতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়েছে। অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য প্রায় প্রতিটি নামের উচ্চারণ আমরা একাধিকবার যাচাই করেছি। এতে বহুল প্রচলিত নামগুলো রাখার চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ নামের সঙ্গে আবার ইংরেজি বানানও সংযুক্ত করা হয়েছে।

ভাষা, বানান এবং এসব জটিল কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও আবদুল্লাহ আরাফাত। তাঁরাসহ গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার কল্যাণ কামনা করছি। বিশেষ করে লেখকের জন্য অনিঃশেষ দুআ থাকল।

আমরা আমাদের সাধ্যের ভেতর থেকে চেষ্টা করেছি একটি নির্ভুল গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার। কতটুকু পেরেছি, তা বিবেচনার ভার পাঠকের হাতে। এতকিছুর পরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো ভুল নজরে পড়লে আমাদের অবগত করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সংশোধন করব। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। গ্রন্থটিকে কবুল করুন।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
১ জুন ২০২১

অনুবাদকের কথা

ভারত এক বৈচিত্র্যময় ভূখন্ড। এখানের অপার্থিব সৌন্দর্য, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পোশাক ও ভাষার বৈচিত্র্য একে একটি ঐতিহ্যশালী অঞ্চলে পরিণত করেছে। তাই তো ইতিহাসবিদগণ ভারত উপমহাদেশকে পৃথিবীর প্রতিলিপি মনে করেন।

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্মকেন্দ্রিক পার্থক্য দেখা যায়, তা বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। ভারত একাধারে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের উৎপত্তিস্থল। এই চারটি ধর্ম একত্রে ভারতীয় ধর্ম নামে পরিচিত। বর্তমানে এই ধর্মমতগুলো ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর এসব ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। তাই ভারতীয় সমাজ, দর্শন, ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথ ধারণা পেতে এসব ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে জানাশোনার বিকল্প নেই।

অভিজাত প্রকাশনী হিসেবে সুপরিচিত কালান্তর প্রকাশনী বাংলাভাষী ইতিহাসপ্রেমীদের হাতে তুলে দিচ্ছে ভারতবর্ষের ধর্মসমূহের ইতিহাস-সংবলিত ড. মুহাম্মাদ জিয়াউর রাহমান আজমি রচিত গ্রন্থ *হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের ইতিহাস*। আশা করছি, বাংলাভাষায় ভারতীয় ধর্মসমূহের ইতিহাস-সংক্রান্ত গ্রন্থের অভাব পূরণে বইটি মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং পাঠকরাও বইটিকে সমাদরে গ্রহণ করে নেবেন।

বই প্রকাশের এই আনন্দঘন মুহূর্তে শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহর। ইতিহাসের এক নতুন সরোবরে অবগাহনের আনন্দ বইটির অনুবাদের সব কষ্ট-যাতনা নিমিষেই ভুলিয়ে দিয়েছে। বহু অযোগ্যতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও মহান আল্লাহর তাওফিকে এই কাজটি আনজাম দেওয়া সম্ভব হয়েছে। রাব্বে কারিমের দরবারে ফরিয়াদ, এই সামান্য খিদমতটুকু যেন হয় পরকালের পাথেয়।

বইটির প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবার বিনিময়ভার সোপর্দ করছি উত্তম বিনিময়দাতার উদ্দেশে। বিশেষত, প্রতিকূল পরিবেশেও বইটি প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব ধৈর্যের সঙ্গে আনজাম দিয়েছেন প্রকাশক মহোদয়। মহান আল্লাহ সবার খিদমতকে ইখলাসের মোড়কে কবুল করুন।

মহিউদ্দিন কাসেমী
২০ মে ২০২১

সূচি

মুখবন্ধ # ১৫

প্রথম অধ্যায়

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও হিন্দুজাতির ইতিহাস # ১৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের আলোকে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান # ২০

এক : ভারতের প্রাচীন অধিবাসী ২০
দুই : ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ২২
তিন : ভারতের অধিবাসীদের হিন্দু সমাজে একীভূত হওয়া ২৬
১. নতুন সভ্যতার আগ্রাসন ২৬
২. হিন্দুধর্মের প্রবর্তক ২৭
৩. হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের জটিলতা ২৭
৪. 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি ২৮
৫. হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহের সংকলনের যুগ ২৯
চার : হিন্দুদের মৌলিক উৎসগ্রন্থসমূহের ব্যাপারে সমীক্ষা ৩০
১. বেদ (Veda) ৩০
২. উপনিষদ (Upnishad) ৩৬
৩. পুরাণ ৪০
৪. মহাভারত ৪১
৫. গীতা ৪২
৬. রামায়ণ ৪৪
৭. বেদান্ত ৪৮
৮. যোগ বাশিষ্ঠ (YogaVasiṡtha) ৫০
৯. ধর্মশাস্ত্র ৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দুসমাজের শ্রেণিবিন্যাস # ৫৫

এক : ব্রাহ্মণ ৫৭
দুই : ক্ষত্রিয় ৫৮
তিন : বৈশ্য ৫৯
চার : শূদ্র ৬০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিন্দু আচারবিধি বা আইনশাস্ত্র # ৬৯

এক : ব্রহ্মচর্য আশ্রম ৬৯
দুই : গার্হস্থ্য আশ্রম (পারিবারিক জীবন) ৭২
তিন : বানপ্রস্থ আশ্রম (শারীরিক ও আত্মিক সাধনার কাল) ৭২
চার : সন্ন্যাস-আশ্রম (বৈরাগ্যসাধনা ও গুরুকাল) ৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিন্দুদের পারিবারিক বিধিবিধান # ৭৫

এক : বিয়ে ৭৫
১. একাধিক বিয়ে ৭৫
২. বিধবা বিয়ে ৭৬
৩. নিকটাত্মীয়দের বিয়ে করা নিষিদ্ধ ৭৭
৪. অল্প বয়সে বিয়ে ৭৭
দুই : শারীরিক সম্ভোগ ৭৭
তিন : পর্দা ৭৮
চার : ঋতু চলাকালে নারীসঙ্গ পরিহার করা ৭৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিন্দুদের উপদলসমূহ # ৭৯

এক : বিষ্ণুধর্ম ও শৈবধর্ম ৭৯
দুই : বিষ্ণুর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ৭৯
তিন : মূর্তিপূজা ৮০
চার : গো-পূজা ৮২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হিন্দু ধর্মমতে উপাসনা # ৮৪

এক : যজ্ঞ ৮৪
দুই : পূজা ৮৪
তিন : উপবাস ৮৫
চার : তীর্থযাত্রা ৮৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মবিশ্বাস # ৮৮

এক : হিন্দু ধর্মবিশ্বাসমতে জগতের সৃষ্টি ৮৮
১. পরমেশ্বরের পানি ও বীর্য থেকে জগতের সৃষ্টি ৮৮
২. জাগতিক আত্মার 'আমি' থেকে মানবের সৃষ্টি ৯০
৩. বেদান্তের দর্শন ৯২
৪. পুরাণ-দর্শন ৯২
দুই : অবতারের দর্শন ৯৩
১. অবতারের প্রকারভেদ ৯৪
তিন : পুনর্জন্মবাদ বা আত্মার পরিভ্রমণ ৯৭
১. ইসলামের নামে ভ্রান্ত পুনর্জন্মবাদ ১০১
২. জন্মান্তরবাদ নিয়ে হিন্দুদের বিরোধ ১০২
চার : কর্মদর্শন ১০৪
পাঁচ : নির্বাণের বিশ্বাস ১০৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম : ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাস # ১০৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্ম আবির্ভাবের ইতিহাস # ১০৯

এক : গৌতম বুদ্ধের পরিচয় ১০৯
দুই : বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তককে ঘিরে প্রচলিত কিছু লোকগাথা ১১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ # ১১৩

এক : বুদ্ধের সর্বজনীন চতুরার্য সত্য শিক্ষা ১১৩
১. দুঃখ ১১৩
২. দুঃখের কারণ ১১৪
৩. দুঃখ নিরোধের সত্য ১১৪
৪. দুঃখ নিরোধের পথ ১১৫
দুই : বুদ্ধের শিক্ষা ১১৬
তিন : দুঃখের কারণসমূহ ১১৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধধর্মে স্রষ্টার ধারণা # ১১৮

এক : বুদ্ধ স্রষ্টায় বিশ্বাস করতেন না ১১৯
দুই : বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন ১২০
তিন : বৌদ্ধ সম্মেলন ১২২
চার : বৌদ্ধধর্মের সম্প্রদায়সমূহ ১২৩
১. হীনযান (ছোট নৌকা) ১২৩
২. মহাযান (বড় নৌকা) ১২৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধ ধর্মমতে উপাসনা # ১২৫

এক : বৌদ্ধধর্মের উপাসনার পদ্ধতি ১২৫
দুই : বৌদ্ধধর্মের উপাসনার মন্ত্র ১২৬
তিন : বৌদ্ধধর্মের প্রসার ১২৬

তৃতীয় অধ্যায়

জৈনধর্ম : ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাস # ১২৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

জৈনধর্মের গোড়ার কথা # ১২৯

এক : জৈনধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৯
দুই : মহাবীর স্বামীর শিক্ষাসংকলন ১৩১

তিন : ঐতিহাসিক সমীক্ষা ১৩২
চার : বৃহৎ দুটি সম্প্রদায়ের মৌলিক পার্থক্য ১৩২
১. পার্থিব বন্ধন ১৩২
২. নারীদের মুক্তিলাভ ১৩৩
৩. পূর্ণ সাধক ১৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জৈনদের ধর্মবিশ্বাস # ১৩৪

এক : জৈনদের মৌলিক ধর্মবিশ্বাস ১৩৪
দুই : জৈন ধর্মমতে স্রষ্টার বিশ্বাস ১৩৫
তিন : জৈন ধর্মমতে ধর্মপুরুষদের শ্রেণিবিভাগ ১৩৫
চার : জৈন-দর্শনে মূর্তিপূজা ১৩৬
পাঁচ : হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ওপর জৈনধর্মের প্রভাব ১৩৭

চতুর্থ অধ্যায়

শিখধর্ম : ইতিহাস ও ধর্মবিশ্বাস # ১৩৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিখধর্ম আবির্ভাবের পটভূমি # ১৪০

এক : জ্ঞানের পথ ১৪০
দুই : প্রেম-ভালোবাসার মতবাদ ১৪২
তিন : রামের প্রতিকৃতি ১৪২
চার : কৃষ্ণের প্রতিনিধি ১৪২
পাঁচ : আন্তঃধর্ম-দর্শন ১৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিখধর্মে হিন্দু-দর্শন # ১৪৬

এক : জীবনের লক্ষ্য ১৪৬
দুই : অনুপ্রবেশবাদ বা ইত্তিহাদের আকিদা ১৪৭
তিন : হিন্দুদের রূপকথা ১৪৮
চার : গানবাজনা ১৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের আলো থেকে শিখদের সংগ্রহ # ১৫৫

এক : আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ১৫৫
দুই : শিখদের পাঁচটি কর্তব্য ১৬০
তিন : শিখ ধর্মমতে নবুওয়াত ও রিসালাত ১৬১

পঞ্চম অধ্যায়

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত সুসংবাদ ও উপসংহার # ১৬২

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত সুসংবাদ # ১৬৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শেষ কথা # ১৬৯
উৎসগ্রন্থ # ১৭৫

মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। সালাত ও সালাম অবতীর্ণ হোক তাঁর রাসুলের ওপর, রাসুলের পরিজন ও সহচরদের ওপর।

গ্রন্থটি ভারতীয় অঞ্চলের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম সম্পর্কে সংকলন করা হয়েছে। মদিনাতুর রাসুলের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িকীতে হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ লেখার সূত্রে এ বিষয়ের সঙ্গে আমি দীর্ঘ ২০ বছর ধরে সম্পৃক্ত ছিলাম। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়লেও সুযোগ পেলেই এই ধর্মের অনুসারীদের রচিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে আগ্রহী ছিলাম।

১৪০৯ হিজরিতে আমার রচিত *আল-ইয়াহুদিয়া ওয়াল মাসিহিয়া* বা *ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের ইতিবৃত্ত* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় আমি ভারতবর্ষের ধর্মগুলোর ইতিবৃত্ত নিয়ে কলম ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ, আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে, যখন আমি সেই প্রতিশ্রুত গ্রন্থটির সংকলন সমাপ্ত করতে পেরেছি। আজ আমি সৌভাগ্যের পরশ অনুভব করছি মুসলমানের ধর্ম ও আকিদার জন্য। কেননা, এটি তাদের সিজদাবনত করে দেয়, যখন তারা নিজেদের চোখের সামনে মিলিয়ন মিলিয়ন মানবসন্তানকে ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম। [সুরা আলে ইমরান : ১৯]

তিনি আরও বলেন,

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে মাকড়সা, সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক ভঙ্গুর, যদি তারা জানত। [সূরা আনকাবুত : ৪১]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾

হে লোকসকল, একটি উপমা বর্ণনা করা হলো। অতএব, তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সবাই একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনোকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। [সূরা হজ : ৭৩]

পাঠক, আমাদের উচিত আল্লাহর মনোনীত দীন অনুধাবন করা। ধর্মীয় বিষয়ে দক্ষতা লাভ করা। আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর সুন্দর নাম ও গুণাবলির সম্যক জ্ঞানার্জনই সত্যিকারের পাণ্ডিত্য। গ্রন্থের ভেতরে আপনি দেখতে পাবেন কীভাবে একটি জাতি পুরোপুরি ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েছে। কীভাবে তারা আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণের পরিবর্তে গাছ-পাথর, মানুষ-জিন ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে নিজেদের উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। এদের ব্যাপারেই মন্তব্য করা হয়েছে যে, তারা এক স্রষ্টার ইবাদত থেকে পালিয়ে অসংখ্য স্রষ্টার উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে।

বলা হয়েছে, আল্লাহর দরবারে একটি সিজদা আপনাকে অসংখ্য প্রভুর সামনে অবনত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেবে।